সূচিপত্র

বিষয়ধারা	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৬
প্রথম অধ্যায়: বিপদ আপতিত হওয়ার কারণসমূহ	১১
১. বালা-মুছিবত ও বিপদাপদ আপতিত হয় পরীক্ষা স্বরূপ:	১১
২. বালা-মুছিবত ও বিপদাপদ আপতিত হয় শাস্তিস্বরূপ:	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়: বালা-মুছিবত আসার পূর্বে কি করণীয়:	১৯
১. আশ্‌শুক্‌রু (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)	২০
২. রাসূল (স)-এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ হতে সাবধান	৩০
৩. যে সমস্ত নাফরমানীর কারণে দুনিয়াবী শাস্তি আসে তা থেকে বেঁচে থাকা	৩৯
৪. আল ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা	৫৮
৫. কল্যাণকর কাজের জন্য অবসরকে মূল্যায়ন করা।	৬১
৬. কঠিন বিপদ ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধির সময় নেকী সংগ্রহ করা।	৬৭
৭. বালা-মুছিবত আপতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আ ও যিকির করার প্রতি আগ্রহী হওয়া	৭১
৮. বেশি বেশি দু'আ	৮০
৯. আরাম-আয়েশ ও নিরাপদ অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করা।	৮৮
১০. সাদাকাহ	৯০
তৃতীয় অধ্যায়: বালা-মুছিবত আপতিত হলে করণীয় কি?	৯৪
১. নিঃসন্দেহে যে কোন সময় বালা-মুছিবত আসতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা	৯৫
২. সমস্ত রাজত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা ও স্বীকৃতি দেয়া।	৯৮
৩. আল্লাহর সুনির্দিষ্ট তাকদীর ব্যতীত কোন মুছিবত আপতিত হয় না সে মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা	১০৫
৪. আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা	১১০
৫. বালা-মুছিবতেও কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করা	১১৪
৬. বালা-মুছিবতের মধ্যেও উপকার রয়েছে সে কথা স্মরণ রাখা	১২৬

৭. প্রত্যেক মুছিবতেই বিনিময়ের (নেকি) কথা স্মরণ করা ১৩৭
৮. সবর তথা ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য তলব করা ১৪০
৯. সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া ১৫২
১০. সর্বদা ইস্তেগফার পড়া ১৫৯
১১. তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ১৭২
১২. বেশি বেশি দু'আ করা ১৭৫
১৩. বিপদ দূরকরণের জন্য বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠের প্রতি আগ্রহী হওয়া ১৮৭
১৪. আল্লাহ তা'আলার যিকির ২০২
১৫. আল্লাহ প্রদত্ত নে'আমতের স্মরণ করা ২০৬
১৬. বালা-মুছিবতের ব্যাপকতার কথা স্মরণ করা ২১০
১৭. নিজের চেয়ে অধিক ও কঠিন বিপদগ্রস্তের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ২১৫
১৮. কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে আল্লাহর এই নীতির কথা স্মরণ করা ২১৯
১৯. হাতাশা দূর করা ও আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া ২২৩

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বালা-মুছিবত দূর হওয়ার পর কি করণীয় ২২৭

১. বালা মুছিবত ও বিপদ দূর হওয়ার পর যে নে'আমত লাভ করেছে তাও পরীক্ষা স্বরূপ সে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য ২২৮
২. আল্লাহ মুছিবত মুক্ত করেছেন এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ২৩৩
৩. আল্লাহ পুনরায় বিপদ দিতে সক্ষম সে কথা স্মরণ রাখা ২৬৮
৪. সর্বদা বিনয়-নম্রতা প্রকাশ ও আল্লাহর নিকট দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা ২৪১
৫. ও ৬. আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে তাঁর তাসবীহ ও ইস্তেগফার করা ২৪৬
৭. ও ৮. ইবাদাতের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা এবং রবের প্রতি গভীর মনোনিবেশ দেয়া ও আগ্রহী হওয়া ২৪৯
৯. অন্যের প্রতি ইহসান করা যেমনভাবে আল্লহ তার প্রতি ইহসান করেছেন ২৫২

উপসংহার ২৬৫

প্রথম অধ্যায়

বিপদ আপতিত হওয়ার কারণসমূহ

পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র দলীল প্রমাণাদী দ্বারা জানা যায় যে, জীবনে বিপদাপদ ও বালা-মুছিবতের পরীক্ষা আসে প্রধানত: দু'টি কারণে। যথা: (ক) পরীক্ষাস্বরূপ (খ) শাস্তিস্বরূপ। নিম্নে এ দু প্রকারের কিছু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো:

১. বালা-মুছিবত ও বিপদাপদ আপতিত হয় পরীক্ষা স্বরূপ:

মহান আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদের বিভিন্ন মুখী বালা-মুছিবত ও বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে থাকেন এ মর্মে বহু দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

(ক) আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।[৭]

হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে কখনো আনন্দ-উল্লাস ও কখনো ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার মত দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে থাকেন। (ونقص من الاموال) "ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি" অর্থাৎ কোন সম্পদ না দিয়ে কিংবা সম্পদ দূরে সরিয়ে দেয়। (والانفس) "জীবন" অর্থাৎ সঙ্গি-সাথী, নিকট আত্মীয় ও প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু। (والثمرات) "ফল-ফসল" অর্থাৎ বাগান ও কৃষি ভূমিসমূহে সাধারণ অবস্থার ন্যায় ফল-মুল ও শস্যাদী উৎপাদিত না হওয়া, এ সবের দ্বারা আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে থাকেন।"[৮]

---

[৭] সূরা বাকারা ২:১৫৫

[৮] তাফসীর ইবনে কাছীর-১/২১১ সংক্ষিপ্তাকারে।

শায়েখ সা'আদী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে অবহিত করেন যে, তিনি অবশ্যই স্বীয় বান্দাদের বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন এ জন্য যে, যেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং ধৈর্যশীল ও ধৈর্যহারা ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর বান্দার ব্যাপারে এটাই হচ্ছে তাঁর নীতি, কেননা ঈমানদারদের জন্য যদি শুধু স্বচ্ছলতা তথা খুশি ও আনন্দই চলতে থাকে এবং এই স্বচ্ছলতা তথা খুশি ও আনন্দের সাথে কোন রূপ দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা না আসে তাহলে সেটিও একটি ফাসাদ। আর আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি ও চাহিদা হচ্ছে; অকল্যাণকারীদের থেকে কল্যাণকারীদের পৃথককরণ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে এ মর্মে অবহিত করেন যে, তিনি নিজ বান্দাদের পরীক্ষা করবেন। (بشيء من الخوف) "কোন ভয়-ভীতির দ্বারা" অর্থাৎ শত্রু কর্তৃক। (والجوع) "ক্ষুধার দ্বারা" অর্থাৎ সামান্য কিছুর ক্ষুধার তাড়না। (ونقص من الاموال) "ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি" অর্থাৎ সম্পদের জন্য সকল ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি এর মধ্যে শামিল যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-খরা, দুর্যোগ, অত্যাচারী বাদশাহ কর্তৃক অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ ও রাস্তা ঘাটে ছিনতাইকারী কর্তৃক ছিনতাই এভাবেও ক্ষয়-ক্ষতি। (والانفس) "জীবন" অর্থাৎ সন্তানাদী, নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গি-সাথী ইত্যাদি প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যুবরণ এবং নিজ শরীরে কিংবা প্রিয় ব্যক্তিদের শরীরে অসুখ ও রোগাক্রান্তের দ্বারা। (والثمرات) "ফল-ফসল" অর্থাৎ কৃষিজাত শস্য দানা, ফল-মূল, শাক-সবজি ও গাছ পালা ইত্যাদি অতি ঠাণ্ডা তুষারপাত অথবা অতি গরম ও আগ্নেয়গিরি, আসমানী দুর্যোগ পোকা-মাকড় ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত।

অতএব এসব বিষয় অবশ্যই আপতিত হবে, কেননা এ বিষয়ে সর্বজ্ঞানী সর্ববিজ্ঞ মহান আল্লাহ অবহিত করেছেন। আর যেমন অবহিত করেছেন তেমনটি-ই বাস্তবে আপতিত হয়েছে।"[৯]

(খ) আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[৯] তাফসীর সা'আদী-৭২ পৃ. সংক্ষিপ্তাকারে।